R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P.e.-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন নং-264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথ ম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৬ বর্ষ
৪০ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪১৬।
৩রা মার্চ, ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

ছাত্র সংসদ নির্বাচন পুনরায় চালুর দাবীতে ডি.এন কলেজে হুজ্জত চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : অরঙ্গাবাদ ডি.এন. কলেজে ছাত্র সংসদ-এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ঘেরাও, ক্লাস বয়কট ইত্যাদি কর্মসূচী চলছেই। এতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন স্থানীয় কর্মসূচী চলছেই। এতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা বলে খবর। জানা যায়, ২০০২ থেকে ঐ কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ। সেখানে এই নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দূর্বৃত্তায়নে বোমা, ধরপাকড়, কলেজ চত্বরে ১৪৪ ধারা জারি, সাত থানার পুলিশ মোতায়েন করেও এলাকা শান্ত রাখা যেত না। সেখানে নির্বাচনের পনের দিন আগে বা পরে পড়াশোনা লাটে উঠত। এমন কি ছাত্র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্পর্শকাতর এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তিও অনেক (শেষ পৃষ্ঠায়)

সেকেন্দরা-গিরিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলই প্রধান উদ্দেশ্য – চরের ফসল সেখানে গৌণ – মৃগাঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া-সেকেন্দরা এলাকার গণ্ডগোলের প্রধান হেতু চরের ফসল না, চোরাই ঘাটও অনেকদিন সেখানে বন্ধ। সেকেন্দরার ঘোষ সম্প্রদায়ের জমি-বাগান সব কিছুই ওখানে আছে। চর এলাকার চাষের অনুপযোগী জমি তারা পরিশ্রম করে চাষের উপযোগী করে তুলেছে এবং চাষবাস করছে। গরু-মোষের জন্য পদ্মার ধার থেকে নিত্যদিন ঘাসও কেটে নিয়ে যায় তারা। মাঝে মধ্যে গরু-মোষ নিয়ে চরেও যায়। কংগ্রেসীদের উস্কানিতে ওখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সিপিএম সমর্থিত ঘোষেদের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে গণ্ডগোল পাকিয়ে রাখছে। কষ্টার্জিত জমির ফসলে ভাগ বসাচ্ছে। এই নিয়ে বোমা-গুলিতে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। এলাকা অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী মহকুমা শাসকের ওখানে উপদ্রুত সেকন্দরা-গিরিয়া নিয়ে বৈঠকে জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার সকলে ছিলেন। সেখানে ২৪ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিজের নিজের দলের হামলাকারীদের পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করবেন বলে নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেও কংগ্রেস একজনকেও আত্মসমর্পণ করাতে পারেনি। নেতাদের মন্তব্য – তেমন কোন প্রভাব ও এলাকায় নাকী কংগ্রেসের নাই যাতে হামলাকারীদের পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারে। বৈঠকের আলোচনা মতো সিপিএম থেকে ২/৩ জনকে আত্মসমর্পণ করালেও পরে এ ব্যাপারে আর কিছু করেনি। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। তিনি আরও জানান – জেগে ওঠা চরের জমি রেকর্ড করে প্রকৃত মালিকদের ভাগে কতটা পড়ছে সেটা বার করতে হবে। বাকী খাস জমি সরকারী পর্যায়ে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করে সুষ্ঠু সমাধানে না আসা ছাড়া অন্য কোন পথ সামনে নাই। পুলিশ ক্যাম্প করে, গ্রামে ধরপাকড় চালিয়ে সাময়িক শান্তি এলেও কাজের কাজ কিছু হবে না। আগুন চাপা থাকবে এই মাত্র।

ম্যাকেঞ্জি ময়দানে বুদ্ধ ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দূর্বিসহ। পাশাপাশি রাজনৈতিক সংঘর্ষ, কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস এবং জঙ্গিপুর মহকুমার সেকেন্দরা-গিরিয়া অঞ্চলে রাজনৈতিক দাপাদাপি ইত্যাদি নিয়ে আগামী ১২ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি ময়দানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য বক্তব্য রাখবেন। পুলিশ মন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রয়োজনে সবরকম ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর।

ব্যাপক বোমাবাজিতে স্কুল নির্বাচনের গণনা পরদিন – জয়ী কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ফেব্রুয়ারী সমসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর হাই স্কুলে পরিচালন সমিতির নির্বাচনে সিপিএমের বোমাবাজির জেরে ভোট গণনা স্থগিত হয়ে যায়। ভোর তিনটে পর্যন্ত - দুষ্কৃতিরা প্রিসাইডিং অফিসারকে ঘেরাও করে রাখে। পরের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারী দুপুরে সমসেরগঞ্জ বিডিও-র উপস্থিতিতে ভোট গণনা শুরু হয়। কংগ্রেস ছটি আসনেই জিতে যায়। দীর্ঘ বছর সিপিএমের দখল থেকে স্কুলটি কংগ্রেসের দখলে আসে।

ফরাক্কায় ২০০০ কেজি গাঁজা ভর্তি ট্রাক আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৯ ফেব্রুয়ারী রাতে কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তর ফরাক্কার নিকটবর্ত্তী ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্রাক থেকে ২০০০ কেজি গাঁজা আটক করে।ট্রাকটি নাগাল্যাণ্ড থেকে নবদ্বীপ যাচ্ছিল। শুল্ক বিভাগ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই পদক্ষেপ নেয়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪১৬।

নির্মল গঙ্গা ঃ উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন

গোমুখী হইতে উৎসারিত গঙ্গা। স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী বলিয়াই পরিচিতি। পতিত উদ্ধারিণী পবিত্র সলিলা নামে খ্যাতা এই নদী কোন কোন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। যুগযুগান্ত হইতে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। বিচিত্র পথ ধরিয়া এই নদীর সঙ্গম অভিমুখে অভিযাত্রা।

কিন্তু আজ তাহার সেই পবিত্রতা কোথায় ? কোথায় তাহার জলধালায় সেই স্বচ্ছতা, নির্মলতা ? এই রাজ্যেই ইহার তীরে দাঁড়াইয়া আছে প্রায় ৩৭টি শহর, ৪৪টি পুরসভা। এই সব অঞ্চলে রহিয়াছে ছোট বড় নানা রকমের কলকারখানা। সেখান হইতে নিয়ত নির্গত হইতেছে কারখানার বর্জ্য পদার্থ এবং তাহার ফলে জল হইতেছে দূষিত এবং পুতি গন্ধময়। তাহা ছাড়া গঙ্গা তীরবর্তী পুরসভার লোকালয় হইতে নামিয়া আসিয়া পড়িতেছে নালা নর্দমাবাহিত পথে ময়লা মিশ্রিত বিষাক্ত বর্জ্য জল। নিক্ষেপিত হইয়া আসিতেছে মৃত জন্তুদের গলিত শব, যাবতীয় আবর্জনা। হুগলী তীরবর্তী অঞ্চলের শিল্প কারখানা হইতে নিয়তই দূষণকারী পদার্থ আসিয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে নদীজল তাহার স্বচ্ছতা যেমন হারাইতেছে তেমনি হারাইতেছে তাহার নির্মলতা। স্রোতস্বিনীর স্রোতধারায় এখন আবিলতার বিষাক্ত আবর্জনা। ভরসার কথা রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের নজর পড়িয়াছে ইহার উপর। এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হইয়াছে, জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে আলোচনা সেমিনারের আয়োজন হইতেছে।*

খবরে প্রকাশ গঙ্গাজল দূষণ ও নিরোধ ব্যাপারে নজরদারী করিবার জন্য একটি হাইকোর্ট কমিটি গঠিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে গঙ্গা তীরবর্তী ৪৪টি পুরসভাকেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে – কোন অশোধিত বর্জ্য পদার্থ সরাসরি গঙ্গায় যেন না ফেলা হয় এবং নদীর দুই তীরবর্তী ৫০ মিটার এলাকাকে প্লাস্টিকমুক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে। এই নির্দেশে আরো বলা হইয়াছে যে তীরবর্তী স্থানে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সরাইবার ব্যবস্থা না করিলে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুরসভার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হইয়াছে। গঙ্গা অতি প্রাচীন এবং পৌরাণিক নদী। যে সমস্ত পুরসভার পার্শ্ব দিয়া এই নদী বহিয়া চলিয়াছে তাহার দেখভালের ব্যবস্থা লইবার প্রস্তাবও ঐ কমিটি দিয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

জঙ্গিপুর পুরসভার দুই পারের বন্ধনে আবদ্ধ গঙ্গা – যাহা ভাগীরথী নামেও কথিত। বহু ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়া এই নদীর ধারা কোথাও খরস্রোতা কোথাও গতিশীলা। তাহার বুকের ভিতর নিক্ষেপিত পরিত্যক্ত আবর্জনা জঞ্জালের পলস্তরা। স্বচ্ছসলিলা এখন কলুষিতা, নিষ্কাসিত বর্জ্য পদার্থের মিশ্রণে নানান ব্যাকট্রিয়াযুক্তা। এই জলে নদী তীরবর্তী মানুষের প্রাতঃ কৃত্য, স্নান ইত্যাকার নানাবিধ কাজকর্ম। ফলতঃই দূষণ তাহার প্রতিটি বিন্দুতে। এই পুরসভার বর্জ্য জল নিষ্কাশনী এবং নিকাশী ব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল হইতে ত্রুটিযুক্ত। বাসগৃহের সমস্ত নিকাশী জল এপার এবং ওপারের বেশ কয়েকটি হাইড্রেন দিয়া নদীর বুকে নামাইবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। জলনিকাশী ব্যবস্থাও সুপরিকল্পিত নয়। অধিকাংশ হাইড্রেনে জল জমিয়া থাকে – আবর্জনার আস্তাকুঁড় হইয়া মশকের নিশ্চিন্ত সূতিকাগারে পরিণত।

যে নদীকে মানুষ মা বলিয়া সম্বোধন করে সেই মায়ের বুকে জঞ্জাল আবর্জনা নিক্ষেপ করিতে তাহাদের বিবেকে বাধেনা। দূষণের ফল তো তাহাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। তাহা গঙ্গা দূষণমুক্ত নির্মল রাখিবার জন্য সকল মানুষের সহযোগিতা এবং সচেতনতা, রক্ষণাবেক্ষণের দায়বদ্ধতা একান্তই জরুরী। গঙ্গার উপরিভাগের জলকে মালিন্যমুক্ত কলুষতামুক্ত রাখিবার দায়িত্ব শুধু পুর কর্তৃপক্ষের একার নহে, দায়িত্ব পুরসভার অধিবাসী সকলের। তাহা নিজ নিজ স্বার্থে এবং স্বাস্থ্যের স্বার্থে।

কখন বসন্ত গেল

সাধন দাস

শীতের প্রার্থনা যেমন ঋতুচক্রে বসন্তকে অনিবার্য ক'রে তোলে, মানুষের জীবনেও তেমনি একদিন না একদিন বসন্ত উপনীত হয়। শীতের 'মৃত্যুহিম' উপত্যকায় জড়ত্বের কুঞ্ঝটিকা ছিন্ন করে একদিন মলয়-পবন দোলা দিয়ে যায় বনে বনান্তে। সন্ধ্যাবেলার চামেলি বা সকালবেলার মল্লিকা আচমকা দক্ষিণ দুয়ার খুলে দিয়ে বলে – 'আমায় চেন কি ?' ..... বনে বনে তোমার রঙীন বসন-প্রান্ত উড়তে দেখলেও, কেমন করে তোমায় চিনবো, বলো ? শুধু মনে মনে এইটুকু বুঝতে পারি – 'কে যেন ছিলো, আজ কে যেন নেই!!' চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায় তারই মনের বেদন যেন বনে-উপবনে হাহাকার তোলে ! ফল ফলাবার আশা নিয়ে তো সে আসে না, তাই পাগল দখিনা হাওয়া 'উদাসী হাওয়ার পথে পথে' অবিরাম ঝরিয়ে দিয়ে যায় বাসন্তী মুকুলের বোবা কান্না !!

বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দেয়। হাজার বছরের পাষাণ-বিরহ যেন আম্রবীথিকার মদির সুবাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চায়। মল্লিকাবনের প্রথম কলিটি দিয়ে যার জন্য একদিন অঞ্জলি বেঁধেছিলাম, অপেক্ষায় থাকি –'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে, এই নব ফাল্গুনের দিনে ?'

হায়, চেনা তার হয় না কখনো। ভীরু যৌবনের লাজুক মাধবী দু'চোখে দ্বিধা নিয়েই মধুমাস কাটিয়ে দেয়। উতল হাওয়ায় তার গোপন গন্ধ যখন ভাসে, তখন মন যে বলে 'চিনি চিনি', কিন্তু সত্যিই কি তাকে চিনতে পারি ? চেনা-অচেনার রহস্য নিয়েই ফাল্গুন অবসিত হয়। 'মাধবী, হঠাৎ কোথা হতে এলো, ফাল্গুন দিনের স্রোতে, এসে হেসেই বলে – যাই-যাই-যাই", পাতারা দলে দলে তাকে ঘিরে ধরে যতই বলুক – না-না-না, একদিন মাধবীরা চলে যায়, সেই সঙ্গে চলে যায় বসন্তও!!

আমার 'চেনা ভুবন হারিয়ে গেল স্বপন ছায়াতে, ফাগুন দিনের পলাশ রঙের রঙিন মায়াতে। সুখ-স্বপ্নের ঘোর ভেঙে যায় বড় তাড়াতাড়ি। জীবন তো থেমে নেই, সময়ও থেমে নেই। তাই দখিণ হাওয়ার স্রোতে, অশোকে কিংশুকে, অকারণের সুখে যতই অলক্ষ্য রং লাগুক, 'তোমার ঝাউয়ের দোলে, মর্মরিয়া ওঠে অমির দুঃখরাতের গান !' বসন্তের এই বিষণ্নতাই বোধ হয় জীবনের সবচেয়ে বড়ো সত্য !

একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি– আর তাই দিয়েই মনে মনে সারাবেলা ফাল্গুনী স্বপ্নরচনা ! বসন্ত পূর্ণিমার একান্ত সন্ধ্যায়, স্বপনচারিণী মেয়েটির চুপিচুপি দেওয়া শুকনো গোলাপের পাপড়ি আজীবন তোলা থাকে আমাদের স্বপ্নসিন্দুকে ! এক পলকের বাসন্তী হাওয়া মরীচিকার মত জীবন থেকে কবেই উধাও হয়ে যায়, শুধু বেদনার স্মৃতি নিয়ে সুবাসিত সুগন্ধিত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাই আজীবন।

নানা দৃষ্টিতে এবারের জঙ্গিপুর বই মেলা

অসিত রায় : শেষ হলো জঙ্গিপুর বইমেলা উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্যে। প্রতিযোগিতামূলক ও বিভিন্ন আঙ্গিকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছ'দিনের বই মেলা প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল মুখরিত। বইমেলা ঘুরে নানান জনের অভিমত জানার সুযোগ হয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে এই প্রতিবেদন –

শংখনাথ চ্যাটার্জী : বিশিষ্ট নাগরিক, কবি এবং বইমেলা কমিটির সদস্য জানান – জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বই মেলার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনেক। বর্তমান সমাজে যে ভাবে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, বই মেলার পরিমণ্ডলের সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়েই সম্ভব সেই অবক্ষয়ের গণ্ডী থেকে বেড়িয়ে আসা। তাই বই মেলা চালাতেই হবে। বই হলো মানুষের অন্যতম বন্ধু। বিপদে-আপদে, পতনে-উত্থানে, সুখে-দুঃখে বই আমাদের শিক্ষা দেয়, পথ দেখাই। এক জায়গায়, এক ছাতার নিচে পাওয়া যায় হরেক রকম বই। তবে মিডিয়ার দৌলতে বইমেলার আগ্রহ আস্তে আস্তে কমতে বসেছে। পাঠক তাদের আগ্রহ হারাচ্ছে। এই মানসিকতাকে ফিরিয়ে আনতে দরকার প্রয়োজনভিত্তিক বইমেলা।

মানিক চট্টোপাধ্যায় : লোকসঙ্গীত শিল্পী এবং বই মেলা সাংস্কৃতিক উপসমিতির সভাপতি -মানিকবাবুর অভিমত এই বই মেলা পাঠকদের কত কাছে আনতে পেরেছে বা প্রকৃত পাঠক তৈরী হচ্ছে কিনা সেটা একটা মৌলিক প্রশ্ন। তবে পাঁচ বছরের বইমেলার অভিজ্ঞতার নিরীখে মনে হয়েছে এই মেলার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে বই পড়ার আগ্রহ এবং মানসিক ইচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্র থেকে শুরু করে বয়স্করাও এখানে আসেন তাদের কাঙ্খিত বই কিনতে। এই ভাবেই পাঠকের মনে বই পড়বার মানসিকতা তৈরী

নানা দৃষ্টিতে (২য় পাতার পর)

হবে। মেলাতে এসে বাঞ্ছিত রেফারেন্সের বই না পাওয়ার হতাশাও অনেকের মধ্যে আছে। কলকাতার নামী-দামী প্রকাশকদের এখানে না আসার প্রধান কারণ দূরত্ব এবং কেনা-বেচা আশানুরূপ না হওয়ার আশংকা।

আশীষতনু ঘোষ : বই মেলার সঙ্গে যুক্ত এবং জঙ্গিপুর বইমেলার বার্তা সম্পাদক জানান – 'বইমেলা বার্তা' পাঠকের হাতে গত চার বছর ধরে সমৃদ্ধ হলেও এবারে তার থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য – জেলা বইমেলা যখন এখানে হয়েছিল তখনই ঠিক ছিল প্রত্যেক মহকুমাতেই তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হবে। পরবর্তীকালে সেভাবে বইমেলা হচ্ছে না। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ, জঙ্গিপুর পৌরসভা, রঘুনাথগঞ্জ-১ ও ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় গত চার বছর ধরে জঙ্গিপুর বই মেলা হয়েছে। প্রতি বছরেই তথ্য ও ছবিসহ "বইমেলা বার্তা" বের হয়েছে। পাঠকদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ভালই হয়েছিল। এবারে 'বইমেলা বার্তা' প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি উৎসাহী সহযোগীর অভাবে।

সংকলিকা সরকার : নবীনা পাঠিকার মতামত – বই মেলাতে প্রত্যেক বছরেই এসে থাকি। যা আমার কাছে মিলন মেলার সমতুল্য। গল্পের বই যেমন কিনি তেমনই পড়াশোনার প্রয়োজনীয় সহায়ক বইও পেলে কিনে থাকি। অন্যবারে এই রকম বই কিছু কিনবার সুযোগ হলেও এ বছর তেমন কোন বই চোখে পড়েনি। মেলার উদ্যোক্তারা এ ব্যাপারে যত্নবান হলে আমাদের মত পড়ুয়ারা উপকৃত হব।

আদর্শ সরকার : (প্রবীণ পাঠক) বই মেলার সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আদর্শবাবু বললেন – বইমেলার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। লোক আসুক, বই কিনুক, পড়ুক, মেলাকে উপভোগ করুক। সেখানেই তো মেলার সার্থকতা। জ্ঞান অর্জনের প্রথম সোপান বই মেলা। অবশ্য একথা ঠিক যে মেলার ভীড় দেখে সার্থকতা কতটা হলো তা বিচার করা যায় না।

অগ্নিমিত্র ব্যানার্জী : শিক্ষাকর্মী এবং বামপন্থী সংগঠক – বই মেলার যথাযথ রূপদানের প্রয়োজনে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা এবং সহযোগিতার প্রশ্নে অগ্নিমিত্রবাবু জানালেন, অন্য বারের মত এবারেও তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন – বই মেলার আগ্রহ ভালই। তবে এর মধ্যে দিয়ে প্রকৃত পাঠক তৈরী হচ্ছে কিনা তার পরিমাপ করা জটিল ব্যাপার। সঠিক পাঠক তৈরীর পিছনে মেলার ভূমিকা আছে, থাকবে। বিক্রিত বইয়ের কিছু কিছু তো পাঠক পড়বেই। সেটাই মেলার সার্থকতা।

রণেন্দ্র কুমার সিনহা : (স্থানীয় জনপ্রিয় পুস্তক বিক্রেতা)–দেব সাহিত্য কুটীর, দে'জ বা আনন্দ পাবলিশার্সের মত কলকাতার নামী প্রকাশকরা না এলেও তাদের সংস্থার ব্যানারে তাদের প্রকাশিত বই মেলার বিভিন্ন স্টলে বিক্রী হওয়ার ব্যাপারে রণেন্দ্রবাবু কোন রকম দ্বিধা না করেই বললেন – দূরত্বের ব্যাপারটাই এর প্রধান কারণ। সেই সাথে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে আশানুরূপ লভ্যাংশও পাওয়ার অনিশ্চয়তা। তাই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে একটা সমঝোতার মাপকাঠিতে তাদের প্রকাশিত বইগুলো বিক্রি হয়ে থাকে। কোলকাতার নামী প্রকাশকদের এখানে আনার ব্যাপারে বইমেলার উদ্যোক্তাদের আরও বেশী সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। (চলবে)

ফ্যাক্স : ২৬৬০১৭ এস.টি.ডি.-০৩৪৮৩-২৬৬০৭৪

জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্য্যালয়

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ

পত্রাঙ্ক - ৫৫১/৭৫/১১২/২০১০/জে.এম. দিনাঙ্ক : ২২/০২/২০১০

২০১০ - ২০১১ সালের জন্য পৌরসভার ফেরী ঘাটের ইজারার নোটিশ ও নিয়মাবলী

এতদ্বারা নিলাম ডাকে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর পৌরসভার রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে আগামী ২০১০ - ২০১১ সালের জন্য (২০১০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০১১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য) আগামী ১৫ই মার্চ সোমবার (বেলা ৩ ঘটিকায়) পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলামে পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১। নিলামের দফাওয়ারী বিশদ শর্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২। তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায়, যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩। আর্থিক সচ্ছলতার নিদর্শন স্বরূপ ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে। নচেৎ ডাকে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪। উপরোক্ত দুইটি ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরীঘাটদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা আমানত (আরনেষ্ট বা টেবিল মানি) হিসেবে দিতে হইবে যাহা ডাক চূড়ান্ত হইবার পর যথা নিয়মে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫। যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর অর্দ্ধাংশ তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসেবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো টাকা সমান কিস্তিতে এ্যাডজাস্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬। দফাওয়ারী শর্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে ও পারাণীর মাশুলের তালিকা পৌরসভা অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমতভাবে রাজী হইলে তবে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

ডাকের স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গিপুর পৌরসভা।
ডাকের তারিখ ও সময় ঃ ইংরেজী ১৫/০৩/২০১০ (সোমবার) বেলা ৩ (তিন) ঘটিকায়।

তারিখ : ২২/০২/২০১০

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপিতা
জঙ্গিপুর পৌরসভা

স্মারক সংখ্যা - ৫৫১/৭৫/১১২/২০১০/জে.এম. তারিখ:২২/০২/২০১০

চক্ষু অপারেশন শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-২ ব্লকের মহেশাইল হাসপাতালে এই প্রথম চক্ষু অপারেশন শিবির হয়। মোট ৬৭ জনের মধ্যে ছিলেন ৪১ জন পুরুষ এবং ২৬ জন মহিলা। ফরাক্কা লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় এই চক্ষু শিবিরে বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সুনীল সুরানার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ছানি অপারেশন হয়।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন পুনরায় চালুর দাবীতে (১ম পাতার পর)

ক্ষেত্রে দেখা দিত। এলাকার মানুষ আতঙ্কে জর্জরিত হয়ে থাকতেন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ২০০২ সালে ডি.এন. কলেজের নবাগত অধ্যক্ষ তাপস ব্যানার্জী ও কয়েকজন গভঃ বডির মেম্বার রাজনৈতিক নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী, পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে একটা আলোচনা সভা করেন। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে এই প্রস্তাব ডি.পি.আই থেকেও মঞ্জুরও করা হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট কলেজ গভঃ বডির কয়েকজন সদস্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন পুনরায় চালু করার জন্য ছাত্রদের উস্কানি দিচ্ছেন বলে খবর। তারই ফলশ্রুতি এই ছাত্র অশান্তি। উল্লেখ্য, ফরাক্কা ব্যারেজ চত্বরে দীর্ঘ কয়েক বছর আগে নুরুল হাসান কলেজ খোলা হলেও সেখানে এখনও ছাত্র সংসদের নির্বাচন চালু হয়নি বলে খবর।

দিন-রাত্রিব্যাপী ভলিবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ ফেব্রুয়ারী জঙ্গীপুর বাসন্তীতলা ক্লাবে সারা দিন রাত্রিব্যাপী এক ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের ১৬টি দল অংশ গ্রহণ করে। ফাইনালে জয়ী হয় নলহাটী – লালগোলাকে পরাজিত করে। খেলাকে কেন্দ্র করে বিশেষ উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সামশেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

বাসুদেবপুর, পোঃ-চাচণ্ড, জেলা-মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

সামশেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্গত শিশু খাদ্য পরিবহনকারীসহ ভাণ্ডার-রক্ষক নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ ইং-১৯/০৩/২০১০। দরপত্র সম্বলিত কাগজপত্র নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিস হইতে সরবরাহ করা হইবে। ইং-২৫/০২/২০১০ তারিখ হইতে ১৮/০৩/২০১০ তারিখ পর্যন্ত (ছুটির দিন ব্যতীত)। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রবীর কুমার সরকার
সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সামশেরগঞ্জ শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
সাং-বাসুদেবপুর, পোঃ-চাচণ্ড
জেলা-মুর্শিদাবাদ

মেমো নং ৫৬(২)/আই.সি.ডি.এস./এস.এস.জে/এম.এস.ডি. তাং-২২/২/২০১০

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
শ্রীমতী দেবযানী
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী, শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয় আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ ঃ ৪ নং ফরম – ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় – 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান – সাপ্তাহিক। ৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম – অনুত্তম পণ্ডিত, জাতি ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। ৬। এই সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী অথবা যে সকল মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা –অনুত্তম পণ্ডিত, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)।

আমি অনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ-অনুত্তম পণ্ডিত, প্রকাশক, রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা মার্চ ২০১০।

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৪২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।